নেপোলিয়ন কর্তৃক ইউরোপের পুনর্গঠন:

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সামরিক সাফল্য এক নতুন ইউরোপের জন্ম দিয়েছিল, যে ইউরোপ গড়ে উঠেছিল নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্যের ওপর ভিত্তি করে। ইউরোপের যে দু'টি অঞ্চলে নেপোলিয়নের সামরিক বিজয়ের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়েছিল সেগুলি হল ইতালি এবং জার্মানি। এই দু'টি অঞ্চলই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং দু'টি দেশের ওপরেই অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশের প্রভাব ছিল।

ইতালির লোম্বার্ডিকে ভিত্তি করে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 'সিজালপাইন প্রজাতন্ত্র"। তবে এই প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ইতালির অন্যতম স্থান ভেনিসকে যুক্ত না করে তাকে অস্ট্রিয়ার হাতে অর্পণ করা হয় এবং ইতালির আরও একটি স্থান পিডমন্টকে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে এই প্রজাতন্ত্রকে 'ইতালীয় প্রজাতন্ত্র' এবং ১৮০৫ খ্রি: তাকে ইতালীয় রাজ্য বা Kingrom of Italy তে রূপান্তরিত করা হয়। নেপোলিয়ন 'ইতালির রাজা' উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁর সৎপুত্র ইউজিনের ওপর উত্তর ইতালির শাসনভার অর্পিত হয়। ১৮০৫ থেকে ১৮০৯-এর মধ্যে জেনোয়া, পার্মা, পিয়াসেনজা, টাস্কানি এবং পোপের রাজা নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। নেপলসে তাঁর ভ্রাতা জোসেফকে শাসনভার অর্পণ করা হয়। পরবর্তীকালে জোসেফ স্পেনের শাসক নিযুক্ত হলে নেপলসের রাজা হন নেপোলিয়নের ভগ্নিপতি ও বিশ্বস্ত সেনানায়ক মুরাত। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী মারী লুইসের শিশুপুত্রকে রোমের রাজা' (King of Rame) উপাধিতে ভূষিত করেন।

ডাইরেক্টরীর আমল থেকে নেপোলিয়ন তাঁর জয় করা ইতালির অংশবিশেষে নব্য শাসন ও সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। পরবর্তীকালে ইতালি রাজ্য গঠনের পর সেখানে চালু করা হয় 'কোড নেপোলিয়ন'। নেপোলিয়নের সংস্কার এখানকার জনগণকে এক উন্নত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করেছিল। ইতালিতে সামন্ততন্ত্রের অবসান, ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ, করভাবের সুষম বণ্টন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, একই শুল্ক ব্যবস্থা, বিচারব্যকথা, জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন, অভিজাতদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান এবং চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে পুরাতনতন্ত্রকে উচ্ছেদের পথ পরিষ্কার করা হয়েছিল। তবে ইটালিতে চার্চের যে জমি বিক্রয় করা হয়েছিল তা শুধুমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই কিনতে পেরেছিলেন। দরিদ্র কৃষকরা এর ফলে আদৌ। লাভবান হয়নি। ঐতিহাসিক জর্জ বুড়ে দেখিয়েছেন যে এর ফলে ধনী কৃষক বা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষকদের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে নেপোলিয়ন প্রধানত সামরিক শক্তির সাহায্যেই ইটালিতে আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

জার্মানিতে নেপোলিয়নের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার প্রভাব ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ। এসময় জার্মানি প্রায় তিনশটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং জার্মানির ওপর অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রভাব ছিল। নেপোলিয়ন জার্মানিকে পুনর্গঠন করার সময় এই দুই শক্তির প্রাধান্যনাশের ব্যবস্থা করেন। তিনশটি রাজ্যে বিভক্ত জার্মানিকে উনচল্লিশটি রাজ্যে বিভক্ত করে নেপোলিয়ন জার্মান মানচিত্রের সরলীকরণ করেন এবং 'কনফেডারেশন অফ রাইন' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য ছিল জার্মানিকে ফ্রান্সের একটি তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করা। জার্মান রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন দান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এই সংগঠনের ফলে জার্মানী থেকে অস্ট্রিয়ার প্রভাব লোপ পায়। উত্তরে ম্যাকলেনবার্গ থেকে দক্ষিণে টাইরল পর্যন্ত এই কনফেডারেশন বিস্তৃত ছিল। এরা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিন্ন করে নেপোলিয়নকে কনফেডারেশনের 'প্রোটেক্টর' হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল।

জার্মানি থেকে বাশিয়ার প্রভাব দূর করার জন্য নেপোলিয়ন ১৮০৭ থেকে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এলব্ নদীর পশ্চিম তীরবর্তী হ্যানোভার, বানস্উইক, হেসক্যাসেল ও রাইনের প্রদেশ নিয়ে ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য গঠন করে নিজ ভ্রাতা জেরোমকে সেখানকার শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাল্টিক সাগর পর্যন্ত জার্মান প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইটালির মতো জার্মানীতেও নেপোলিয়ন তাঁর সংস্কার প্রবর্তন করেন। সামন্তপ্রথা ও ভূমিদাস প্রথার অবসান, কোড নেপোলিয়ন প্রচলন, ধর্মসহিষ্ণুতা, ইহুদিদের নাগরিক অধিকার দান, সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা, বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

ইত্যাদি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জার্মানির একাংশে রাজনৈতিক এবং কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হওয়ার প্রভাব পরবর্তীকালের জার্মান ঐক্য আন্দোলনের ওপর পড়েছিল।

ইতালি ও জার্মানি ব্যাতিত ইউরোপের পুনর্গঠন প্রসঙ্গে আরও যেসকল দেশের কথা বলতে হয় তার মধ্যে অন্যতম পোল্যান্ড। প্রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত পোল্যান্ডকে নিয়ে নেপোলিয়ন 'গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ারশ' গঠন করে স্যাক্সনির শাসকের ওপর তার দায়িত্ব দেন। ফলে, রাশিয়া এবং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের মধ্যে এক অন্তবর্তী রাষ্ট্র গঠন সম্পন্ন হয়। এখানেও আধুনিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সামন্ততন্ত্রের অবসান ও সামন্ত কর লোপ করা হয়।

সুইজারল্যান্ডে হেলভেশীয় প্রজাতন্ত্রের স্থানে সুইস কনফেডারেশন স্থাপন করা হয়। বেলজিয়ামকে ফরাসী সীমানাভুক্ত করা হয়। ১৮০৪ খ্রি. হল্যান্ডে বাটাভিয়া প্রজাতন্ত্রকে হল্যান্ডের রাজ্য রূপে প্রতিষ্ঠা করে নেপোলিয়নের ভ্রাতা লুইকে সেখানকার শাসনাধিকার দান করা হয়। প্রাশিয়ার ভগ্নাংশ নিয়ে সৃষ্টি করা হয়। গ্র্যান্ড ডাচি অফ বার্গ। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের বিস্তার দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল। ১৩০টি ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন এলাকার বাইরে বিভিন্ন সহযোগী রাজ্য ও করদ রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। এইসব রাজ্যে নেপোলিয়নের আত্মীয়স্বজন, বিশ্বাসভাজন ও অনুগত ব্যক্তিরা শাসনের দায়িত্বে ছিলেন। খন্ড খন্ড রাজ্য সমন্বিত তার 'Gerard Empire কে নেপোলিয়ন একই ধরনের প্রশাসনিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মাধ্যমে একসূত্রে গ্রথিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। দ্রুত সংস্কারের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন মধ্যবিত্ত ও কৃষক সমাজকে। কারণ এঁরাই ছিলেন তাঁর সাম্রাজ্যের প্রধান শক্তি। পুরাতনতন্ত্রের পরিবর্তে ইউরোপে আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল নেপোলিয়নের সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে। সুগম হয়েছিল জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পথ।

* যদি শুধু ইতালি এবং জার্মানিতে নেপোলিয়নের প্রভাব বা নেপোলিয়নের নীতি ইত্যাদি আসে তাহলে শেষের দুটো প্যারা লিখলেও হয়। না লিখলেও হয়।